ভেষজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে সুন্দরবন

ড. দুলাল পাল

অর্জুন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	**Terminalia arjuna** Bedd.
গোত্র	ঃ	Combretaceae ঃ বেশ বড়ো ধরনের বৃক্ষ বছরে দুবার বাকল খসে পড়ে।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) বুক ধড়ফড়ানি ও হার্টের অসুখে ২-৫ গ্রাম বাকলের গুঁড়ো দিনে এক বার ব্যবহার হয়। (২) বাকলের গুঁড়ো গরম দুধের সঙ্গে খেলে আঘাত লাগা ব্যথা দূর হয়। (৩) ছুলি, মেচেতাতে কাঁচা বাকলের কাই (Paste) লাগালে চর্মরোগ ভাল হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) হাড় ভাঙায় কাঁচা বাকলের জাব (Plaster) দিতে দেখা যায়। (২) বাকলের ক্বাথ (Decoction) আমাশা দূর করে বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর খুরের ঘায়ে বাকলের রস (Sap) লাগাতে দেখা যায়
আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান	ঃ	প্রচুর ট্যানিন এবং ট্যানিক অ্যাসিড।

অনন্ত মূল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Hemidesmus indicus*** R.Br.
গোত্র	ঃ	Asclepiadaceae ঃ দীর্ঘজীবি লতা। লতায় সাদা কষ (Latex) আছে।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, কষ
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড়ের ক্বাথ, রক্তশোধক (২) শিকড় দিয়ে তৈরি তেল মালিশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ স্বাভাবিক হয়। (৩) আন্ত্রিক রোগে শিকড়ের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে দুবার খেতে বলা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড়ের কাই মুখমণ্ডলের ব্রণ ও মেচতা দূর করতে ব্যবহার হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গোরু-ছাগলের দুধ বৃদ্ধির জন্য শিকড়ের ক্বাথ খেতে দেওয়া হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকরী উপাদান	ঃ	ষ্টেরল ও গ্লাইকো সাইড। ব্রিটিশ কার্মাকোপিয়ায় স্বীকৃত।

অন্তমূল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Tylophora indica*** (Burm.f.) Merrill
গোত্র	ঃ	Asclepiadaceae : দীর্ঘজীবি লতা। লতায় সাদা কষ আছে।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শুকনো পাতার ধোঁয়া হাঁপানি কমায়। (২) পাতার ক্বাথ (এক ভাগ পাতা ১০ ভাগ জলে ফুটিয়ে) ১০-১২ মিলি. দিনে দুবার সার্দি জ্বরে ব্যবহার হয়। (৩) শিকড়ের ক্বাথ সাদা ও রক্ত আমাশয় ব্যবহার হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) প্রতিদিন সকালে একটি করে কাঁচা পাতা চিবিয়ে খেলে হাঁপানি দূর হয় বলে অনেকে দাবি করেন।
পশু চিকিৎসা	ঃ	শিকড়ে এমিটিক-উপাদান থাকায় গবাদি পশুর আমাশয় ও পেট ফাঁপায়২০-২৫ গ্রাম শিকড়ের কাই দিনে দুবার ব্যবহার হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকরী উপাদান	ঃ	টাইলোকোরিন ও টাইলোকোরিনিন প্রভৃতি।

অপরাজিতা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Clitoria ternatea L.***
গোত্র	ঃ	Fabaceae : দীর্ঘজীবি লতা। নীল, সাদা ও গোলাপি এই ধরনের ফুল ওয়ালা গাছ দেখা যায়।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, বাকল, পাতা ফুল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) হুপিং কাশিতে ৪-৫ মিলি. শিকড়ের রস ঠান্ডা দুধের সঙ্গে দিনে একবার খেতে বলা হয়। (২) সাদা ফুল ওয়ালা গাছের শিকড়ের কাই ঘির সঙ্গে গরম করে খেলে গলগণ্ড দূর হয়। তবে এটা একটা দীর্ঘ স্থায়ী প্রক্রিয়া।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কাঁচা শিকড়ের রস নাকে টানলে আধ কপালে দূর হয় বলে জানা গেছে। (২) কাঁচা পাতার রস খাবার লবণের সঙ্গে গরম করে লাগালে কানের চার পাশে ফোলা দূর হয় বলে দাবি করা হয়। (৩) গোদে শিকড়ের কাই প্রলেপ উপকারী। (৪) ফুলের রস মায়ের দুধ ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে শিশুদের কাশিতে দেওয়া হয় (কুমিল্লা-সূত্র হাসান)
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) শীতের শুরুতে গবাদি পশুর কান-গলা ফোলা রোগে ব্যবহার হতে দেখা যায়।
আবিষ্কৃত কার্যকরী উপাদান	ঃ	তিতো রেজিনাস পদার্থ ও ট্যানিন।

অশ্বগন্ধা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Withania somnifera* Dunal
গোত্র	ঃ	Solanaceae : ছোটো বেগুন গাছের মতো গাছ। বুনো গাছ এখন আর পাওয়া যায় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) পুরুষের পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য শিকড়ের গুঁড়ো ৫-৭ গ্রাম গরম দুধের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়। (২) বৃদ্ধদের বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা দূর করার জন্য দিনে একবার তিন গ্রাম শিকড়ের গুঁড়ো খেতে বলা হয়। (৩) পাতার কাইয়ে নালিঘা নিরাময় হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিশুদের হাঁপানিতে সরসের তেলে শিকড় ফুটিয়ে ঐ তেল বুকে মালিশ করতে দেখা যায় (২) বন্ধ্যা স্ত্রী ঋতু স্নানের পর শিকড়ের কাই গাওয়া ঘির সঙ্গে খেলে গর্ভসঞ্চার হয় বলে দাবি করা হয়। (৩) সুনিদ্রার জন্য শিকড়ের ক্বাথ খেতে বলা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) বলদ-লাঙল/ঘানি টানার জন্য কাঁধে যে ঘা হয় ঐ ঘা সারাতে এই গাছের পাতার রস ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	একাধিক উপক্ষার।

আকন্দ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Calotropis gigantea* R. Br.
গোত্র	ঃ	Asclepiadaceae : অনেকটা জবা ফুলের মতো গুল্ম গাছ। বেগুনি ও সাদা ফুল ওয়ালা গাছ দেখা যায়। সাদা ফুল ওয়ালা গাছ তুলনামূলক কম।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, কষ, বীজতুলো।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) বাতের ব্যথা দূর করার জন্য কাঁচা পাতা গরম করে সেক দিতে বলা হয়। (২) সিফিলিস রোগ নিরাময় করার জন্য শিকড়ের গুঁড়ো এক গ্রাম পরিমাণ সপ্তাহে দুদিন খেতে দেওয়া হয়। (৩) মেচেতায় কাঁচা হলুদের সঙ্গে কষ মিশিয়ে লাগাতে বলা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কষ মাথার ও গুপ্ত অঙ্গের উকুন মারার জন্য ব্যবহার হতে দেখা যায়। (২) বীজ তুলোর বালিশ রৌদ্রে গরম করে স্পন্ডিলাইটিস নিরাময় করার জন্য ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে। (৩) দাঁতের ব্যথায় ও পোঁকা দাঁতে কষ লাগাতে দেখা যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) কাউর ঘা, আটুলি (পরজীবী), উকুন ও খুরের মধ্যে ঘা দূর করার জন্য কষ ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ তিতো রোজিন, আকুন্দ্রিন ও ক্যালোট্রপিন।

আপাং

উদ্ভিতাত্ত্বিক-নাম ঃ ***Achyranthes aspera L.***

গোত্র ঃ Amaranthaceae ছোটো গাছ। একে অনেকে চোর কাঁটা বলে।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, কাণ্ড, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) গাছের ছাল সিদ্ধ জল ১০-১২ মিলি. দিনে দুবার পান করলে শোথ (শরীরে জল জমা) দূর হয়।
(২) শিকড়ের ক্বাথ মাসিক জনিত কারণে ফিট নিবারণ হয়।
(৩) শিকড়ের কাই ঘির সঙ্গে মিশিয়ে অর্শের বলিতে লাগানো হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) গাছ পুড়িয়ে ছাই জলে দিয়ে ছেকে নিয়ে খেলে অম্বল (Acidity) দূর হয় বলে দাবি করা হয়।
(২) দাঁতের পোঁকায় শিকড় চিবাতে বলা হয়।
(৩) গাছের টুকরো কাণ্ডের মালায় জণ্ডিস সারে বলে দাবি করা হয়।
(৪) এই গাছের শিকড় ছোঁয়ালে, বিছা, সাপ, চেলা, প্রভৃতি বুকে হাঁটা জন্তু নাকি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে পড়ে বলে দাবি করা হয়।
(৫) একটানে ও এক নিশ্বাসে শিকড় তুলে প্রসূতির উরুতে বেঁধে দিলে সহজে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকড় খুলে ফেলে দিতে হবে নতুবা বিপদ ঘটে।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) গবাদি পশুর ভাঙা শিং থেকে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য এই গাছ ব্যবহার করা হয়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ এমিটিন।

আসামলতা/বারনলতা/আয়ুবলতা

উদ্ভিতাত্ত্বিক-নাম ঃ *Mikania cordata* (Burm.f.) Robinson

গোত্র ঃ Asteraceae : দীর্ঘজীবি লতা

ব্যবহৃত অংশ ঃ পাতা

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) পেটের আলসারে কাঁচা পাতার রস ৮-১০ মিলি. দিনে দুবার খেতে দেখা যায়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) সদ্য কাটা ঘায়ে কাঁচা পাতার রস লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে বলে জানা গেছে।
(২) গ্যাস ও অ্যান্টাসিডিটিতে কাঁচা পাতার রস ১০-১২ মিলি. খেতে দেখা যায়।
(৩) গ্যাসট্রিক আলসারে পাতা ১০-১২ দিন ছোটো মাছের সঙ্গে ঝোল করে খেয়ে নিরাময় হয়েছেন বলে জানা গেছে (সূত্র—হাসান)

পশু চিকিৎসা ঃ (১) চাষের সময় লাঙলের ফলা লেগে গোরু-মহিষের পা-কেটে গেলে এই পাতার রস লাগাতে দেখা যায়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ পাতার ভিটামিন এ, বি ও সি।

আমরুল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Oxalis corniculata*** L.

গোত্র ঃ Oxalidaceae; দীর্ঘজীবি লতা। ফুলের রং হলুদ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ সমগ্র গাছ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) রক্ত আমাশয়ে কাঁচা পাতার রস ১২-১৪ মিলি. লবণের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়।

(২) এই রস গোল মরিচের সঙ্গে খেলে সর্দি জ্বর ও—ইনফ্লুয়েঞ্জা দূর হয়।

(৩) বিষাক্ত কীট পতঙ্গের দংশনে পাতার রস প্রয়োগে যন্ত্রণা দূর হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা পাতার রস আফিম ও মদের মাদকতা দূর করে বলে দাবি করা হয়।

(২) বিট লবণ সহ পাতার রস খেলে অম্বল দূর করে।

(৩) ফোঁড়ায় পাতার কাই লাগালে যন্ত্রণা দূর হয় এবং ফোঁড়া ফেটে যায় বলে দাবি করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) ধুতরো, কলকে এবং ছত্রাক আক্রান্ত বিষাক্ত ঘাস খেয়ে গবাদি পশু অসুস্থ হলে, পরিমাণ মতো পাতার রস খেতে দিতে দেখা যায়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ভিটামিন-সি এবং ক্যারোটিন। কিন্তু বেশি পরিমাণ অক্সালেট থাকায় ইহা শরীর গ্রহণ করতে পারে না।

আলারকা/লতা বেগুন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Solanum trilobatum*** L.

গোত্র ঃ দীর্ঘজীবি লতা গাছ। ফুলের রং বেগুনি।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা, ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) পাতা ও ফলের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. দিনে একবার কাশি ও সর্দি জ্বরে ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পাতা ও শিকড় সরসে তেলে ফুটিয়ে ঐ তেল জল হাজায় দিলে হাজা নিরাময় হয়।

(২) পিন (বাগদা চিংড়ির লার্ভা) ধরার জন্য জলে ভিজে মহিলাদের গুপ্ত অঙ্গে যে চর্মরোগ দেখা দেয় ঐ রোগে ফল সরষের তেলে ফুটিয়ে ওই তেল ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ পাতা ও ফলে সোলাসোডিন পাওয়া যায়।

আয়াপান

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Eupatorium triplinerve* L.
গোত্র	ঃ	Asteraceae : লতানো উদ্ভিদ। বুনো গাছ আজ আর পাওয়া যায় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	গোটা উদ্ভিদ, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) রক্ত বমি ও পাকস্থলীর ক্ষত-সারানোর জন্য কাঁচা পাতার রস ১০ মিলি. দিনে দুবার সপ্তাহে তিন দিন খেতে বলা হয়। (২) শারীরিক দুর্বলতা দূর করার জন্য পাতার রস চিনি দিয়ে খেতে বলা হয়। (৩) স্নায়ু তন্ত্রের দুর্বলতা দূর করার কাজে এই গাছ ব্যবহার হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	আয়াপনিন ও আয়াপিন।

উলট কম্বল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Ambroma augusta* L.
গোত্র	ঃ	Sterculiaceae : টগর ফুলের মতো গাছ। ফুলের রং বেগুনি। বুনো গাছ আজ আর পাওয়া যায় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, বাকল পাতার ডাঁটা, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) মহিলাদের বাধক দোষ নিরাময় করার কাজে শিকড়ের রস ৮-১০ মিলি. দিনে একবার খেতে বলা হয়। (২) সাদা স্রাবে পাতার ডাঁটা ভিজানো জল, সকালে, ১০-১২ মিলি. সপ্তাহে তিন দিন খেতে দেওয়া হয়। (৩) যৌন রোগ—গণোরিয়ায় পাতার রস গোল মরিচের গুঁড়োর সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখা যায়। (৪) ইউনানী চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহার পাওয়া যায়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কাঁচা পাতার রস ফোঁড়ায় লাগিয়ে ফোঁড়া কাটানো হয় বলে দাবি করা হয়। (২) পাতার ডাঁটা ভিজানো জল খেলে প্রস্রাবের জ্বালা পোঁড়া দূর হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর কড় পড়ে গেলে (Dislocation of bone) কাঁচা বাকল ও আদা বেঁটে জাব দেয়া হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার লিনোলিক অ্যাসিড। এটি ব্লাড কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

উলট চণ্ডাল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Gloriosa supreba* L.
গোত্র	ঃ	Liliaccae : লতানো উদ্ভিদ। পাতার অগ্রভাগ আকর্ষিতে পরিণত ফুল উজ্জ্বল আগুন শিখার মতো। বুনো গাছ প্রায় নিঃশেষিত।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড় ভীষণ বিষাক্ত। (২) বাতের ফোলায় শিকড়ের কাই লাগাতে বলা হয়। (৩) ইউনানী ও সিদ্ধা চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহার পাওয়া যায়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	তীর বিষাক্ত করণে শিকড়ের গুঁড়ো ব্যবহার করতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর প্রসবের পর যদি ফুল (placenta) না পড়ে তাহলে এই শিকড় পিপুল গুঁড়োর সঙ্গে ২০—গ্রাম পরিমাণ খেতে দিতে দেখা যায়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	শিকড় ও বীজে কলচিচিন।

* ওড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Sonneratia griffithi* Karj
গোত্র	ঃ	Sonneratiaceae : বড় ধরনের বৃক্ষ। ফুল অনেকটা জাম ফুলের মতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	×
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বাকলের ক্বাথ দূষিত ঘা ধোঁয়ার জন্য ব্যবহার হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) ফলের ক্বাথ গোরু-মহিষের পেট ফাঁপা দূর করার কাজে ব্যবহার হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	আরচিনিন নামক রঞ্জক।

* ওড়া (সাদা)

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	*Sonneratia alba* Sm.
গোত্র	ঃ	Sonneratiaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। জামরুল ফুলের মতো ফুল।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, ফল
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	×
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বাকলের ক্বাথ—পায়ের হাজা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) বাছুর অতিরিক্ত দুধ খেয়ে বদ হজম হলে এই ফলের ক্বাথ দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ট্যানিন শতকরা ৯-১০ ভাগ।

কালমেঘ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Andrographis paniculata*** (Burm.f.) Wall.ex Nees.
গোত্র	ঃ	Acanthaceae : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ভীষণ তেতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) পাতার ক্বাথ লিভার ও অগ্ন্যাশয়ের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে। (২) অগ্নি মন্দ্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, কৃমি ও সাধারণ জ্বরে গাছের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে একবার ব্যবহার হয়। (৩) বেঙ্গল কেমিক্যালের "কাল মেঘ", লিভ-৫২, নিউট্রিলিভ-৮২ প্রভৃতি এই গাছ থেকে তৈরি।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) খোস, পাঁচড়ায় পাতার কাই ব্যবহার হয়। (২) পাতার রস রক্ত শোধক বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) কৃমি নিবারণের জন্য এই গাছ ব্যবহার হয়। (২) হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে কৃমি নিবারণের জন্য পাতার গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	এন্ড্রোগ্রাফোলিড ও তেতো উপাদান কালমেঘিন।

কাকমাছি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Solanum, nigrum*** L.
গোত্র	ঃ	Solanaceae : লঙ্কা গাছের মতো ছোটো গাছ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শোথ নিবারণের জন্য ৮-১০ মিলি. কাঁচা পাতার রস ব্যবহার হয়। (২) যৌন রোগ—সিফিলিস নিরাময়ে পাতা শাক হিসাবে খেতে দেওয়া হয়। তবে এই চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ। (৩) শিশুদের "তড়কা" (Fit) নিবারণের জন্য পাঁকা ফলের রস ও শিকড়ের গুঁড়ো দেওয়া হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) একশিরায় পাতা গরম করে অণ্ডকোষে বেঁধে দিয়ে নিরাময় করা হয় বলে দাবি করা হয়। (২) কাঁচা পাতার রস কাঁচা হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে গায়ে মেখে গরমে ঘামাচি ও এলার্জি জনিত— অস্বস্তি দূর করা যায় বলে জানা গেছে। (৩) পাতার পুলটিস গেঁটে বাতে ভালো কাজ করে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর জলাতঙ্ক রোগ নিরাময় শাখের গুঁড়ো ২০-২৫ গ্রাম পরিমান দিনে দুবার দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	সোলানিন, স্যাপোনিন।

* কাঁকড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Bruguiera cylindrica*** Blume
গোত্র	ঃ	Rhizophoraceae : মাঝারি আকারের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	×
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বাকলের ক্বাথ নোনা কাঁদা ঘেটে পাঁকুই-দূর করার কাজে ব্যবহার হয় বলা হয়েছে। (২) ফল-বেঁটে নখ কুনিতে লাগানো হয় বলে জানা গেছে। (৩) এই কাঠের আগুনে পোড়া মাটির গায়ে একটি সুন্দর রং ধরায় বলে জানা গেছে। কুম্ভকারদের এই কাঠ খুব পছন্দ।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর খুরি (এক রকম ঘা) বাকল সিদ্ধ জল দিয়ে ধুঁয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	বাকলে ১৪-১৯ শতাংশ ট্যানিন আছে।

* কালাবাইন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Avicennia alba*** Blume.
গোত্র	ঃ	Avicenniaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	×
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কাঠ-পোড়ানো ছাই ও কলার বাসনা (শুকনো পাতা) পোড়ানো ছাই একত্রে মিশিয়ে সোডা হিসেবে ব্যবহার হতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) হাঁস-মুরগি চুন পায়খানা করলে এই কাঠ পোঁড়ানো ছাই জলে গুলে খেতে দিতে দেখা যায়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	×

কুলে খাড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Hygrophila auriculifolia*** Heine
গোত্র	ঃ	Acanthaceae : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বেগুনি ও সাদা ফুল ওয়ালা গাছ দেখা যায়। সাদা ফুলওয়ালা গাছ খুব কম। বীজের নাম "ককিলাক্ষ"।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	গোটা গাছ, বীজ
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) রক্তাল্পতা দূর করতে এবং নতুন রক্ত কণিকা তৈরি করে হিমগ্লোবিন বাড়িয়ে তুলতে ১০-১২ মিলি., এই উদ্ভিদের ক্বাথ ৮-১০ দিন খেতে বলা হয়। (২) বীজের গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে মেহ জনিত বাত দূর হয়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় ও এই গাছের ব্যবহার আছে।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) সুনিদ্রার জন্য এই গাছের ক্বাথ খেতে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

(২) পাতার কাই চর্মরোগে ভালো কাজ করে বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ হাঁস-মুরগিকে এই গাছ খাইয়ে ডিমের কুসুমের রং গাঢ় হলুদ বর্ণ করা হয় বলে দাবি করা হয়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ প্রচুর পটাশিয়াম লবণ, ফাইটোস্ট্রেরল লাইপেজ।

* কেওড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Sonneratia opetala*** Buch-Ham.

গোত্র ঃ Sonneratiaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। জাম ফুলের মতো ফুল। ফল টক।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ ×

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) ফল বনে জল পিপাসা দূর করার জন্য ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।

(২) এই গাছের পচা পাতা চিংড়ি মাছের লার্ভার অতি প্রিয় খাদ্য বলে দাবি করা হয়।

(৩) এই গাছের পাতা হরিণের অতি প্রিয় খাদ্য।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) বিষাক্ত ঘাস খেয়ে গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে যদি জাবর না কাটে এবং খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন এই ফলের ক্বাথ লবন দিয়ে ওই পশুকে সুস্থ করার জন্য খেতে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ট্যানিক অ্যাসিড।

কেশরাজ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Eclipta prostrata*** L.

গোত্র ঃ Asteraceae : গোটা উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা, মাটিতে লতিয়ে চলে।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, সমগ্র উদ্ভিদ, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা পাতার রস মধুর সঙ্গে শিশুদের সর্দিতে দিনে একবার ৩-৫ মিলি. দিতে বলা হয়।

(২) জন্ডিসে গাছের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. দিনে দুবার ব্যবহার করা হয়।

(৩) প্রসূতি মায়ের প্রসবের পর যোনি শুলে এই শিকড়ের কাই ও বেল শিকড়ের কাই একত্রে মিশিয়ে মধুসহ খেতে দেওয়া হয়।

(৪) পাতার অরিষ্ট লিভার বৃদ্ধি জনিত রোগ দূর করে।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পাতার রসে চুল কালো করে এবং চুল ওঠা বন্ধ করে।

(২) পাতার রস মাথার যন্ত্রণা দূর করতে ব্যবহার করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) পাতার কাই কাটা ঘায়ে রক্ত পড়া বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ইক্লিপটিন-নামক উপক্ষার।

কেয়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Pandanus odoratissimus*** L.f.

গোত্র ঃ Pandanaceae : মাঝারি ধরনের উদ্ভিদ। ঠেশমূল (শিকড়), পাতা ও ফল আনারসের মতো।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা, ফুল ও ফল

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) কেয়া ফুল সর্দি দূর করার কাজে ব্যবহার করা হয়।
(২) ইউনানী চিকিৎসায় একে রসায়ন বলা হয়েছে। ফুলের ছাই বিষাক্ত ঘায়ে ব্যবহার হয়।
(৩) হার্টের অসুখে এর ব্যবহার ইউনানী চিকিৎসায় পাওয়া যায়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) ফুলের নির্যাস একটি সুগন্ধী দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হয়।
(২) পানীয় জলে কর্পূরের পরিবর্তে এই ফুল ব্যবহার হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) শিকড়ের রস গবাদি পশুর চোখের ছানি দূর করার কাজে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ফুলে-বেনজাইল বেনজোয়েট, বেনজাইল ও স্যালি সাইলেট।

* কৃপা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Lumnitzera racemosa*** Willd.

গোত্র ঃ Combretaceae : মাঝারি ধরনের গাছ

ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ ×

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বাকলের ক্বাথ পোড়া নারাঙ্গা (Herpes) ও চুলকানিতে (Itch) ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ শতকরা ১১ ভাগ ট্যানিন।

কুঁচ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Abrus precatorius*** L.

গোত্র ঃ Fabaceae : দীর্ঘজীবি লতা। লাল, সাদা ও ধূসর বীজওয়ালা গাছ দেখা যায়। বীজ বিষাক্ত।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা ও বীজ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) শিকড় ষষ্ঠি মধুর পরিবর্তে ব্যবহার হয়।

(২) ধুলো, ধোঁয়ায় এলার্জিজনিত কাশিতে এই শিকড় চিবিয়ে খেতে বলা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বীজের গুঁড়ো নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথায় মাখলে চুল পড়া বন্ধ হয় বলে জানা গেছে।

(২) বীজের শাঁস দুধে ভিজিয়ে রেখে মাসিকের পর পাকা কলার মধ্যে দিয়ে খেতে দিলে এক বছর কাল পর্যন্ত গর্ভধারণ রোধ হয় বলে দাবি করা হয় (সূত্র-হাসান)

পশু চিকিৎসা ঃ (১) বীজ হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর পক্ষে ক্ষতিকারক বিষ।

(২) বীজ ১২ ঘণ্টা দুধে ভিজিয়ে রাখলে বীজের বিষক্রিয়া নষ্ট হয় বলে জানা গেছে।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ অ্যাবরিন, অ্যারালিন, গ্লুকোসাইড।

কুমারীলতা/রামদাঁতন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Smilax zeylanica*** R. Br.

গোত্র ঃ Smilacaceae : দীর্ঘজীবি লতা। উপপত্র আকর্ষির কাজ করে।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) মেহ, প্রমোহ শিকড়ের গুঁড়ো মিছিরি দিয়ে ৩-৫ গ্রাম দিনে একবার খেতে দেওয়া হয়।

(২) প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা নিরাময় করার জন্য শিকড়ের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে দুবার ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) দুর্গাপূজার দশহরার দিন এই গাছ দাঁতন হিসাবে ব্যবহার করলে দাঁতে পোকা ধরে না বলে দাবি করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ট্যানিন

কুকুর চিতা / খাড়াজোড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Litsea glutinosa*** Roxb.

গোত্র ঃ Lauraceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। পাতায় ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। ফুলের রং সবুজ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল, পাতা, ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) বাকলের কাই জ্বরের তাপমাত্রা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

(২) সানস্ট্রোকে বাকলের লালা (Mucilage) ব্যবহার হয়।

(৩) ইউনানী চিকিৎসায়-বাকল ভিজানো জল মধু সহ ধাতু দুর্বলতায় খেতে দেওয়া হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বাকলের গুঁড়োর ধোঁয়া মশা-মাছি দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

(২) শরীর কষে গেলে পাতা ভিজানো জল সকালে খেতে দেওয়া হয়। (সূত্র-হাসান)

পশু চিকিৎসা ঃ (১) ভাঙা হাড়ে বাকলের জাব (Plaster) দেওয়া হয় বলে দাবী করা হয়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ উপক্ষার লউরোটিটানিন।

* খলসি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Aegiceras corniculatum*** Blanco

গোত্র ঃ Myrsinaceae : মাঝারি ধরনের গাছ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল, ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহারঃ ×

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) ফল মাছ মারার জন্য জল বিষাক্ত করণে ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ স্যাপ্‌নিন ও উঁচু মাত্রায় ট্যানিন।

গন্ধভাদুলি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Paederia foetida*** L.

গোত্র ঃ Rubiaceae : দীর্ঘজীবি লতা। পাতা দুর্গন্ধযুক্ত।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) সাদা ও রক্ত আমাশয়ে পাতার ক্বাথ ৮-১০ মিলি দিনে দুবার লবণের সঙ্গে দেওয়া হয়।

(২) ইউনানী চিকিৎসায় শিকড় দিয়ে তৈরি তেল বাতে ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা পাতার রস বলকারক। ইহা বাতের ব্যাথা দূর করার কাজে ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।

(২) পাতার কাই মালিশ করলে বাতের ফোলা দূর হয় বলে দাবী করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী তেল, উপক্ষার।

জেলে গরাণ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	Cerops decandra Dingo
গোত্র	ঃ	Rhizophoraceae : মাঝারি ধরনের গাছ। গাছের গোড়ায় শ্বাসমূল দেখা যায়।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	×
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) প্রসূতি প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ বন্ধের জন্য বাকলের ক্বাথ আরগটের মতো ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়। (২) হাজা, পাঁকুই, দাঁদ প্রভৃতির মতো চর্মরোগে বাকলের ক্বাথ ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	শতকরা ৩০-৪০ ভাগ ট্যানিন।

গাট মান্দা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Viscum ovalifalium*** L.
গোত্র	ঃ	Loranthaceae : পরাশ্রয়ী, পরগাছা। কাণ্ড চ্যাপটা পাতার মতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	x
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গাছের কাই গবাদি পশুর শিং ভাঙায় লাগানো হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	চোলিন, অলিওনোলিক অ্যাসিড।

ছোট গিমাশাক

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Mollugo pentaphylla*** L.
গোত্র	ঃ	Aizoaceae : ছোটো গাছ। ফুলের রং সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) কৃমিনাশক হিসাবে গাছের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. ব্যবহার হয়। (২) প্রসবের পর প্রসূতি মাকে এই শাক দুর্বলতা দূর করার জন্য ১০-১৫ মিলি. দিনে একবার দিতে বলা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) গাছের ক্বাথ বসন্ত রোগ প্রতিষেধক বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	তিতো উপাদান।

গিমা শাক

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Glinus oppositifolia*** A.D.C.
গোত্র	ঃ	Aizoaceae : বর্ষজীবি উদ্ভিদ
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) ছোটো গিমা না পাওয়া গেলে এই গিমা ব্যবহার করা হয়। (২) চর্মরোগে গাছের কাই ব্যবহার করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	x
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	x

* গেঁওয়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Excoecaria agallocha*** L.
গোত্র	ঃ	Euphorbiaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। গাছে কষ আছে।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, কষ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) দুষ্ট ক্ষত ও কুষ্ঠে কষ জলে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। (২) পক্ষাঘাতে এই কষ ব্যবহার করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কষ গায়ে লাগলে ফোঁসকা হয়। (২) ভিক্ষা বৃত্তিতে সহানুভূতি আদায়ের জন্য কষ দিয়ে হাতে পায়ে ফোঁসকা সৃষ্টি করা হয় বলে জানা গেছে। (৩) পাতার ক্বাথে মৃগি রোগ নিরাময় হয় বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	গবাদি-পশুর কাঁধে ও দুই খুরের মাঝে ঘায়ে কষ লাগানো হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	শতকরা ১০ ভাগ ট্যানিন।

* গরিয়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Kandelia candel*** Druce
গোত্র	ঃ	Rhizophoraceae : ছোটো ধরনের গাছ
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) ব্লাড সুগারে বাকলের ক্বাথ ভালো কাজ করে বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ট্যানিন

গুলঞ্চ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Tinospora cordifolia*** (Willd.) Miers ex Hook.f.
গোত্র	ঃ	Menispormaceae : দীর্ঘজীবি লতা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) জ্বর নাশক হিসাবে গাছের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে দুবার ব্যবহার করা হয়। (২) শিশুদের হজমের গোলমালে লিভার বৃদ্ধি নিবারণে গাছের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। (৩) ইউনানীতে এই গাছ সরসের তেলে ফুটিয়ে ওই তেল বাতের ব্যাথায় ব্যবহার হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) গাছ ভিজানো জল ডায়াবেটিসে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। (২) শারীরিক দুর্বলতা দূর করতে এই গাছ ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়। (৩) ঘামাচিতে গাছের রস ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর কাঁপুনি রোগে গাছের ক্বাথ (ঝোলা গুড়ের সঙ্গে) খেতে দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	তিতো উপাদান।

* গোল পাতা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Nypa fruticans*** Wurmb
গোত্র	ঃ	Arecaceae : ছোটো তাল চারার মতো গাছ। পাতা নারকেল পাতার মতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	পাতা, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কচি পাতার ছাই অন্ত্রের ক্ষতে ব্যবহার হয়। (২) চোখের অসুখে ফলের জল ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	কাঁচা ফলে ৭৫ শতাংশ শ্বেতসার।

ঘৃতকুমারী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Aloe vera*** N. Burman.
গোত্র	ঃ	Liliaceae : আনারস গাছের মতো গাছ। বুনো গাছ আজ আর পাওয়া যায় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) মহিলাদের মাসিক বন্ধে ও দুর্বলতায় পাতার মধ্যে জেলির মতো পদার্থ ৬-৮ মিলি. দিনে একবার ব্যবহার করা হয়।
(২) লিভারের দুর্বলতায় জেলির মতো পদার্থ দিনে একবার ৫ গ্রাম খেতে বলা হয়।
(৩) পুনঃপুনঃ গর্ভ ধারণের জন্য কোষ্ঠকাঠিন্যে পাতার শাঁস ব্যবহার হয়।
(৪) ইউনানী চিকিৎসায় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে এই গাছ ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) আগুনের পোড়া ঘায়ে পাতার শাঁস লাগালে জ্বালা, যন্ত্রণা হয় না, ফোঁসকা পড়ে না, সাদা দাগও হয় না।
(২) অনিদ্রায় পাতার মজ্জা মাথায় দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
(৩) মুখমণ্ডলে ব্রণ, কালো দাগ দূর করে কান্তি আনার জন্য এই গাছ ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) পোড়া ঘায়ে ব্যবহার করা হয়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ অ্যালোইন, আইসো বারডিন, ইমোডিন।

চই

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Piper retrofractum*** Wall.

গোত্র ঃ Piperaceae : দীর্ঘজীবি লতা। পানের মতো পুরুষ ও স্ত্রী গাছ পৃথক পৃথক। গাছ খেতে গোল মরিচের মতো।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, কাণ্ড গোল মরিচের মতো

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) শিকড়ের ক্বাথ সর্দি কাশি ও হাঁপানিতে ১০মিলি. দিনে একবার ব্যবহার করা হয়।
(২) পেট ফাঁপা, বদহজম গাছের কাই ব্যবহার হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) শরীরে ব্যথা নিরাময়ে চই ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়।
(২) প্রসবের পর শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য তরকারির সঙ্গে চই খেতে দেওয়া হয় (সূত্র-হাসান)

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ পাইপারিন, পাইপারিডিন।

* চাক কেওড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Sonneratia caseolaris*** Engl.

গোত্র ঃ Sonneratiaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। প্রায় দেখতে ওড়ার মতো।

ব্যবহৃত অংশ ঃ ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) মচকা ব্যাথায় ফলের ক্বাথ ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) সিদ্ধ ফলের জল অন্ত্রের ক্ষতে ব্যবহার করা হয়।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ অর্চিন, অর্চিনিন (ক্রাইসোফেনিক অ্যাসিড)।

ছোটো তালমাখনা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Hygrophila phlomoides*** Nces.
গোত্র ঃ A canthaceae : ছোটো উদ্ভিদ। অনেকটা কুলে খাড়ার মতো। ফুলের রং বেগুনি।
ব্যবহৃত অংশ ঃ বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x
লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বীজ দানার গুঁড়ো তাড়াতাড়ি ফোঁড়া পাকানো ও ফাঁটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
(২) অক্ষম পুরুষকে বীজ ভিজিয়ে মধুর সঙ্গে খেতে দেখা যায়। (সূত্র-হাসান)
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

জিতি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Marsdenia tenacissima*** W. & A.
গোত্র ঃ Asclepiadaceae : দীর্ঘজীবিলতা। ফুলের রং সবুজ।
ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) শিকড় জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ভাজা ফুল খাওয়া হয় বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

ডাকুব

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Cerbera manghas*** L.
গোত্র ঃ Apocynaceae : মাঝারি ধরনের গাছ। ফুলের রং সাদা।
ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল ও ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) বাকল মৃদু জোলাপ।

লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বন্য প্রাণী মারার জন্য কলকে ফুলের বীজের মতো এই বীজ ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে। (২) ফল নারকোটিক বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	বিষাক্ত সেরাবেরিন ও ওডোলিন।

ডহর করঞ্চ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Pongamia pinnata*** Pierre.
গোত্র	ঃ	Fabaceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শ্বেতীতে বীজ তেল ব্যবহৃত হয়। (২) বাকলের ক্বাথ পাইলসে (ভগন্দর) ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বীজ তেলে চর্মরোগ খোস, পাঁচড়া নিরাময় হয়। (২) পাতার রস যৌন রোগ —গনোরিয়ায় ব্যবহার করতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) পাতা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে গোয়াল ঘরের মশা-মাছি দূর করে বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	পোংগম তেল ২৭-৩৬ শতাংশ তিতো ফ্যাটি অয়েল, করঞ্জিন।

তিত বেগুন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Solanum torvum*** L.
গোত্র	ঃ	Solanaceae : ছোটো কাঁটা যুক্ত উদ্ভিদ। ফল ভীষণ তেতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) 'ফল সর্দি কাশিতে ব্যবহৃত হয়। (২) লিভারের দুর্বলতায় 'ফলের ব্যবহার বলা আছে। (৩) ইউনানী চিকিৎসায়, চর্মরোগ— খোস, পাঁচড়ায় ভাজা ফল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কৃমি নিবারণের জন্য ফলের ব্যবহারের কথা জানা যায়। (২) পায়ের গোড়ালি ফাটায় পাকা ফল ব্যবহৃত হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ষ্টিরোলিন ও সোলাসোনিন।

* গর্জন (খামু)

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Rhizophora mucronata*** Lam.
গোত্র	ঃ	Rhizophoraceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	x
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ট্যানিন।

তুলসী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Ocimum sanctum*** L.
গোত্র	ঃ	Lamiaceae ঃ ছোটো গাছ। পাতায় গন্ধ আছে। শ্রী তুলসী, কালো, রাম, ভুঁই, বাবুই প্রভৃতি তুলসী সাধারণত দেখা যায়।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ, পাতা, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিশুদের সর্দি-কাশিতে কাঁচা পাতার রস ৫ মিলি. দিনে একবার মধুর সঙ্গে দেওয়া চলে। (২) কৃমিতে পাতার রস, পাতি লেবুর রসের সঙ্গে ৩-৫ মিলি. খেতে দেওয়া হয়। (৩) যে কোনো অবস্থায় বমি দূর করার জন্য বীজ দুধের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) পাকা বীজ জলে ভিজিয়ে ফোঁড়া ফাটানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে। (২) আমাশয়ে পাতার গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়োর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় বলে দাবি করা হয়। (৩) পাতা গরম জলে দিয়ে ভাপ নিলে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য বাড়ে বলে জানা যায়। (সূত্র-হাসান)
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) শুকনো পাতার ধোঁয়া দিয়ে গবাদি পশুর কম্পজ্বর দূর করা হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	শতকরা ৭১ ভাগ ইউজিনল, কারভাক্রল।

তেলাকুচা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Coccinia grandis*** (L.) Voigt.
গোত্র	ঃ	Cucurbitaceae : দীর্ঘজীবি লতা। ফুলের রং সাদা
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	পাতা, ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) ডায়াবেটিসে কাঁচা পাতার রস ১০-১৫ মিলি. সপ্তাহে তিন দিন দেওয়া হয়।
(২) কাঁচা ফল চিবিয়ে খেলে মুখের ঘা দূর হয়।
(৩) যৌন রোগে পাতার ক্বাথ ১৫ মিলি. সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা পাতার রস প্রচণ্ড জ্বরের সময় শরীরে লাগালে ঘাম ঝরে তাপ মাত্রা কমিয়ে দেয় বলে দাবি করা হয়।
(২) পাতার কাই ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া ফেটে যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) গবাদি পশুর জিভের ঘায়ে এই ফল ব্যবহৃত হয়।

আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান ঃ এনজাইম, হরমোন।

থানকুনি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Centella asiatica*** L.

গোত্র ঃ Apiaceae : দীর্ঘজীবি লতা। মাটির সঙ্গে লতিয়ে চলে।

ব্যবহৃত অংশ ঃ সমগ্র উদ্ভিদ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) আমাশয়ে পাতার কাই ৫-৮ গ্রাম দিনে দুবার ব্যবহৃত হয়।
(২) স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাতার গুঁড়ো দুধের সঙ্গে দিনে একবার খেতে বলা হয়।
(৩) মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুতে পাতার রস মধু সহ ৮-১০ মিলি. দিনে একবার খেতে বলা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) চর্মরোগে পাতার কাই ভালো কাজ করে বলে দাবি করা হয়।
(২) কাটা ছিড়ায় কাঁচা পাতর রস ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ আইসো থানকুনিন।

দাদমর্দন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Cassia alata*** L.

গোত্র ঃ Caesalpinaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং গাঢ় হলুদ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) পাতার ক্বাথ একজিমাতে ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পাতার কাই চর্মরোগ বিশেষ করে দাঁদে ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।
(২) পাতার গুঁড়ো কৃমি নিবারনের জন্য ব্যবহার করা হয়। (সূত্র-হাসান)

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান ঃ ক্রাইমোফেনিক অ্যাসিড।

দণ্ডকলস

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Leucas indica*** R.Br. ex Vatke.
গোত্র	ঃ	Lamiaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) উদ্ভিদের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. জমি নাশক ও নিদ্রাকারক।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শূয়া পোঁকায় পাতার রস লাগালে শুয়ো গলে যায় বলে দাবি করা হয়। (২) মচকা ব্যাথায় পাতার রস, লবণ ও কেরোসিন তেল দিয়ে মালিশ করতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	প্রটিওলাইটিক এনজাইম।

দুর্বলতা / বৃহদ্বারক

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Argyreia nervosa*** Boj.
গোত্র	ঃ	Convolvulaceae : দীর্ঘজীবী লতা। ফুলের রং বেগুনি।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) স্নায়বিক রোগে শিকড়ের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. ব্যবহৃত হয়। (২) কষ ভিনিগারের সঙ্গে গায়ে মেখে শরীরের মেদ কমানো যায়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় কাম উত্তেজনার জন্য এই গাছ ব্যবহার করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) পাতার নীচের অংশ ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া ফেটে যায় এবং ওপরের অংশ ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া বসে যায় বলে দাবি করা হয়। (২) পাতার কাই ও আদার কাই ভাঙা হাড় একত্রে জোড়া লাগানো জন্য দেওয়া হয়। (সূত্র-হাসান)
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) শিকড় বলদের বল বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ফ্যাটি অয়েল।

দৈই খইয়া / হুইয়ার / জল জমানী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Cocculus hirsutus*** (L.) Diels
গোত্র	ঃ	Menispermacea : দীর্ঘজীবী লতা। ফুলের রং সবুজ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	পাতা
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) পাতার রস একজিমায় ব্যবহৃত হয়। (২) ইউনানী চিকিৎসায় যৌন রোগে ইহার ব্যবহার আছে।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা পাতার ক্বাথ জমে দৈয়ের মতো হয়। এটি জ্বর কমানোর জন্য বরফের মতো ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে।
(২) বায়ু প্রকোপে পাতার ক্বাথ মাথায় দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

গিরিয়া শাক

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Suaeda nudiflora*** L.

গোত্র ঃ Chenopodiacea : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। পূর্ণ বয়সে গাছ কমলা রং ধারণ করে।

ব্যবহৃত অংশ ঃ সমগ্র উদ্ভিদ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) সিদ্ধ গাছ মৃদু জোলাপের কাজ করে বলে জানা গেছে।
(২) চোখ উঠায় (Conjunvites) এই গাছের রস ব্যবহৃত হয় বলে দাবি করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

ধানী ঘাস

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ Porteresia coractata (Roxb.)Tatcoka

গোত্র ঃ Poacea : ধান গাছের মতো গাছ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ সমগ্র উদ্ভিদ ও ধান।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পর্বমধ্যে (Internode) জমা জল চোখ উঠায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
(২) ধানের খৈ সহজে হজম হয়। বয়স্কদের পক্ষে এই খৈ একটি সহজ পাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

নয়নতারা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Catharanthus roseus*** G.Don.

গোত্র ঃ Apocynaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। গোলাপি ও সাদা ফুল ওয়ালা গাছ দেখা যায়।

ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, কষ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) ডায়াবেটিসে তিনটি কচি পাতা চিবিয়ে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) কষ গবাদি পশুর ঘূর্ণি রোগে ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার ভিনক্রিসটিন ও ভিনব্লাসটিন ব্লাড ক্যান্সারের ওষুধ তৈরির উপাদান।

নাটা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Caesalpinia bonduc*** Roxb.
গোত্র	ঃ	Caesalpinacea : দীর্ঘজীবি লতা। গায়ে কাঁটা আছে। ফুলের রং হলুদ। বীজ মারবেলের মতো গোল এবং শক্ত।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	পাতা, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) বীজের গুঁড়ো ৫ গ্রাম প্রতি দিন একবার হিষ্টিরিয়া নিবারণের জন্য খেতে বলা হয়। (২) পক্ষাঘাত রোগে বীজের তেল মালিশ করা হয়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় বীজের দানা পাইলস থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বীজের শাঁস কুইনিনের মতো ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়। (২) কচি পাতা কৃমি নাশক বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	তিতো বস্তোসিন।

নিম

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Azadirachta indica*** A Juss.
গোত্র	ঃ	Meliacea : বড়ো ধরনের বৃক্ষ। পাতা ভীষণ তেতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা, ফল, বীজ, তেল, খৈল, আঠা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) কাঁচা পাতার রস ৮-১০ মিলি. কৃমি নাশক। (২) বাকলের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে দুবার খেলে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণ করে। (৩) স্পন্ডিলাইটিসে ২৫ গ্রাম সরষের তেলে ১০ গ্রাম নিম ফল গুড়ো ফুটিয়ে এ তেল গরম গরম মালিশ করলে আড়ষ্টতা দূর হয়। নিয়ম করে বেশ কয়েকদিন এই তেল ব্যবহার করার জন্য বলা হয়। ওই তেলে ২-৪ কোয়া রসুন মিশিয়ে নিলে আরও ভাল ফল হয়।

লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কাঁচা পাতার কাই ও হলুদের কাই একত্রে ৫ গ্রাম দিনে একবার খেলে রক্ত পরিষ্কার হয় বলে দাবি করা হয়। (২) কুষ্ঠ ও বাতে নিম তেল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। (৩) ব্লাড সুগারে কাঁচা নিম পাতার ক্বাথ ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে। তবে অল্প বয়সীদের পক্ষে এই ব্যবহার ঠিক নয় বলে জানা গেছে। কারণ ইহা সন্তান ধারণের প্রতিবন্ধক। (৪) নিম তেল জন্ম নিরোধক বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	মার্গেসিক অ্যাসিড, নিমবিন, নিমবিনিন, নিম্বেস্ট্রেরল।

নোনা হাতিশুঁড়

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Heliotropium curassavicum*** L.
গোত্র	ঃ	Boraginaceae : ছোটো-ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড়ের গুঁড়ো বিষাক্ত ঘায়ে ব্যবহৃত হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	x

নিসিন্দা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক-নাম	ঃ	***Vitex negundo*** L.
গোত্র	ঃ	Verbenaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং বেগুনি।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শরীরে ব্যথা নিরাময় করার জন্য পাতার ক্বাথ ৮-১০ মিমি দিনে একবার ব্যবহৃত হয়। (২) কাঁচা পাতা ঘিতে বেটে কাই করে ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া ফেটে যায়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহার আছে।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) দাঁত দিয়ে রক্তপড়া, মাড়ি ফোলা নিবারণের জন্য পাতার ক্বাথ ব্যবহার হতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	গবাদি পশুর গায়ের আটুলি (Parasite), উকুন দূর করার জন্য এই পাতার গুঁড়ো ব্যবহৃত হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার নিসিন্দিন।

নিমুখীলতা/লুচিপাতা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Stephania hernandifolia*** Walp.
গোত্র	ঃ	Menispermaceae : দীর্ঘজীবি লতা। পাকা ফলের রং লাল।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, কাণ্ড।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) জনন অঙ্গের পীড়ায় শিকড়ের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. দিনে একবার ব্যবহৃত হয়। (২) রক্ত আমাশয়ে শিকড়ের কাই ৩-৫ গ্রাম দিনে একবার খেতে বলা হয়। (৩) বিনা কষ্টে, দ্রুত প্রসবের জন্য প্রসূতির যোনিতে শিকড়ের কাই প্রলেপ দিতে দেখা যায়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) অর্শে শিকড়ের কাই ব্যবহৃত হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	স্যাপোনিন।

নেড়া সেজি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Euphorbia aniquorum*** L.
গোত্র	ঃ	Euphorbiaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। গাছে সাদা কষ আছে। ফুলের রং লাল।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, কষ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড় ও কষ জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (২) গাছের ক্বাথ গেঁটে বাতে প্রয়োগ করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) দাঁতের যন্ত্রণায় কষ এক ফোঁটা ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ইউফরবিন।

পক্ষীরাজ/চিলে

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Drynaria quercifolia*** J. Smith
গোত্র	ঃ	Polypodiaceae : দু ধরনের পাতাধারী ফার্ন।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	রাইজম।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) লিভারের কারণে যে-কোনো জ্বরে ৭-১২ মিলি. রাইজমের ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। (২) ইউনানী চিকিৎসায় জনন অঙ্গের পীড়ায় এর ব্যবহার দেখা যায়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) শরীরের যে-কোনো অংশে ফুলায় রাইজমের কাই ব্যবহার হতে দেখা যায়।
(২) মস্তিষ্ক বিকৃতির চিকিৎসায় রাইজমের ব্যবহার জানা যায়। (সূত্র-হাসান)

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পদার্থ।

পরশ পিপুল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Thespesia populnea*** Soland. ex Correa.

গোত্র ঃ Malvaceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ। ফুলের রং হলুদ। পরে রং পালটে গোলাপি বর্ণ হয়।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) গ্লান্ড ফেলা নিরাময় করতে পাতার কাই ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) ফলের কষ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান ঃ পপুলিন, পপুলেনিটিন।

পাথর কুচি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Kalanchoe pinnata*** (Lam.) Pers.

গোত্র ঃ Crassulaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। পাতা থেকে চারা হয়।

ব্যবহৃত অংশ ঃ পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) পেট ফাঁপায় পাতার রস চুনের-জলের সঙ্গে ৮-১০ মিলি. দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।
(২) জণ্ডিসে কাঁচা পাতার রস-টক দৈয়ের সঙ্গে ১০-১২ মিলি. দিনে একবার ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) হাড় সরে গেলে (Dislocation) পাতার কাই প্রলেপ দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান ঃ ম্যালিক, আইমো সাইট্রিক এবং সাইট্রিক অ্যাসিড।

পিত্তরাজ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Amoora cucullata*** L.

গোত্র ঃ Meliaceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, বাকল, পাতা, বীজ তেল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) বীজতেল বাতের ফোলায় ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) মচকা ব্যথায় পাতার কাই ব্যবহার হতে দেখা যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ ×
আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান ঃ তেল।

* পশুর/ধুদুল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Xylocarpus mekongensis= Carapa luccensis*** var. ***gangetica..***
গোত্র ঃ Meliaceae.
ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল, ফল, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) ফলের কাই স্তন ফোলায় প্রলেপ দেওয়া হয়।
(২) গোদে ফলের কাই ব্যবহৃত হয়।
(৩) ইউনানী চিকিৎসায় বীজের ছাই-নারকেল তেল ও গন্ধক মিশিয়ে চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) আমাশয় ও আন্ত্রিকে বাকলের ক্বাথ ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ট্যানিন।

পিপুল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Piper longum*** L.
গোত্র ঃ Piperaceae : দীর্ঘজীবি লতা।
ব্যবহৃত অংশ ঃ পাতা, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) অনিদ্রায় ফলে গুঁড়ো, আঁখের গুড়ের সঙ্গে ৫-৮ গ্রাম দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।
(২) সর্দিতে কাশিতে ফলের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।
(৩) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ফলের গুঁড়ো ঘির সঙ্গে খেতে বলা হয়।
লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পিপুল, আদা, সরষের তেল ও ছানার জল একত্রে মিশিয়ে পক্ষাঘাত গ্রস্ত অঙ্গে-ও কোমরের ব্যথায় মালিশ করতে দেখা যায়।
(২) স্তনে দুধ বৃদ্ধির জন্য ফল ও পাষাণ ভেদীর-পাতার কাই প্রলেপ দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

পুণর্ণভা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Boerhaavia repens*** L.
গোত্র ঃ Nyctaginaceae : দীর্ঘজীবি লতা। মাটিতে লতিয়ে চলে।

ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) অনিদ্রা থেকে মুক্তির জন্য গাছের কাই ৫-৭ গ্রাম দিনে একবার খেতে দেওয়া হয়। (২) স্বপ্নদোষ দূর করার জন্য কাঁচা পাতা ব্যবহৃত হয়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহারে দেখা যায়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) এলার্জি জনিত চুলকানিতে এই শাক খেতে দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়। (২) উদরি রোগে (শরীরে জল জমা) এই গাছের ক্বাথ ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে। (৩) বিষাক্ত কীটপতঙ্গের দংশনে পাতার ক্বাথ লাগানো হয় বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার পুননার্ভিন।

* পেয়ারা বাইন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Avicennia marina*** Visha
গোত্র	ঃ	Avicenniaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) হাজায় বাকলের ক্বাথ ব্যবহৃত হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ট্যানিন।

বচ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Acorus calamus*** L.
গোত্র	ঃ	Araceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। পাতা ফিতার মতো চ্যাপ্টা। পাতায় গন্ধ আছে।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, রাইজম।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) কৃষিতে রাইজমের ক্বাথ ৭-১০ মিলি. দিনে একবার ব্যবহৃত হয়। (২) মস্তিষ্ক বিকৃতি নিরাময়ের জন্য এই রাইজম, গুড়ো ও মধু একত্রে ব্যবহৃত হয়। (৩) শিশুদের জিভে ঘায়ে বচ ব্যবহার করে। (৪) ইউনানী চিকিৎসায় বচের ব্যবহার দেখা যায়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পানীয় জল শোধনে রাইজম ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
(২) পিঁপড়ে, তেলা পোকা দূর করার জন্য শিকড়ের গুঁড়োর ব্যবহার দাবি করা হয়।
(৩) আমবাতে-রাইজমের কাই ব্যবহার হতে দেখা যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) হাঁস-মুবগির গায়ে পোকা মারার জন্য বচ ভিজানো জল ব্যবহৃত হয়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ গ্লুকোসাইড এ্যাকোরিন, ক্যালামেন, ক্যালামেনল।

* বকুল কাঁকড়া

উদ্ভিতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Bruguiera parviflora*** W. & A.

গোত্র ঃ Rhizophoraceae : বৃক্ষ। কাঁকড়া গাছের মতো গাছ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল, ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁকড়া গাছ না পাওয়া গেলে বকুল কাঁকড়া পাঁইকুইও নখকুনিতে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ শতকরা ১২ ভাগ ট্যানিন।

বাউলী লতা

উদ্ভিতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Sarcolobus globosus*** Wall.

গোত্র ঃ Asclepiadaceae

ব্যবহৃত অংশ ঃ বীজ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বিষাক্ত বীজ বন্য প্রাণী মারার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

বরুণ

উদ্ভিতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Crataeva magna*** DC.

গোত্র ঃ Capparidaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। ফুলের রং সাদা।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, বাকল, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) লিভারের কার্যকরি ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাকলের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।
(২) মূত্র যন্ত্রের পীড়ায় বাকলের ক্বাথ খেতে বলা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) বাকল মৃদু জোলাপ বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান ঃ স্যাপনিন ও ট্যানিন।

বানর লাঠি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Cassia fistula*** L.
গোত্র ঃ Caesalpinaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ। ফুলের রং গাঢ় হলুদ। ফল লম্বা।
ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল, পাতা, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) ফলের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. রাত্রে একবার কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
(২) ইউনানী চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহার দেখা যায়।
লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) টনসিলে পাঁকা ফলের কাই লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ অ্যানথ্রোকুনোনিন, ক্লোবাফিনিস, রেজিন।

বাবচী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Psoralea corylifolia*** L.
গোত্র ঃ Fabaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং বেগুনির। বুনো গাছ আর পাওয়া যায় না।
ব্যবহৃত অংশ ঃ বীজ দানা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ শ্বেতী ও কুষ্ঠে বীজ তেল প্রয়োগ করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার ঃ x
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ সোরাকেল, টারপিনয়েড, আইসো স্পোরোলিন।

* বাঁদুরী কাঁকড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Bruguiera sexangula*** Poir.
গোত্র ঃ Rhizophoraceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x
লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) অনেক সময় বাকলের ক্বাথ আন্ত্রিক রোগে ব্যবহৃত হয়।
পশু চিকিৎসা ঃ x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ট্যানিন শতকরা ৭-২৭ ভাগ।

বাসক

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Justicia adhatoda*** L.
গোত্র	ঃ	Acanthaceae : মাঝারি ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, ফুল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) সর্দি-কাশিতে ৫-১০ মিলি. পাতার ক্বাথ দিনে দুবার-ব্যবহৃত হয়। (২) ফ্লু জ্বরে পাতার রস-মধু সহ খেতে দেওয়া হয়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় এই গাছের ব্যবহার আছে।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য এই পাতার রস ব্যবহৃত হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) শুকনো পাতার ধোঁয়ায় গবাদি পশুর সর্দি দূর হয় বলে দাবি করা হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার ভেসিকিন।

ব্রাহ্মী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Bacopa monnieri*** (L.) Penne.
গোত্র	ঃ	Scrophulariaceae : ছোটো মাটিতে লতিয়ে চলা উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) বাতের ব্যথায় কাঁচা পাতা কুসুম তেলে ফুটিয়ে মালিশ করতে বলা হয়। (২) বিস্মরণ থেকে স্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্য গাছের ক্বাথ ব্যবহৃত হয়। (৩) শিশুদের বুকে জমা সর্দিতে এই গাছ তেলে ফুটিয়ে ওই তেল মালিশ করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) হাঁপানিতে পাতার ক্বাথ মধুসহ দিনে দুবার খেতে দেওয়া হয় বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার ব্রহ্মিন, হারপেস্টিন।

বেল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Aegle marmelos*** Corr.
গোত্র	ঃ	Rutaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, ফল।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) পেটের রোগে ও আমাশয়ে কচি বেলের গুঁড়ো ৫-৭ গ্রাম দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।
(২) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য বেলের গুঁড়ো ব্যবহৃত হয়।
(৩) বেলে গুঁড়ো নিউট্রিবেল ফোর্ট নামক ওষুধের প্রধান উপাদান।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা পাতার ক্বাথ কাম উত্তেজনা নিবারক বলে দাবি করা হয়।
(২) কাঁচা বেলের শাঁস এক সপ্তাহ তিল তেলে ভিজিয়ে রেখে ওই তেল স্নানের আগে পায়ে মাখলে মহিলাদের হাত পা জ্বালা দূর হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ মারমোলোসিন, কুমারিন, উপক্ষার অ্যাজিলিনিন।

বোলা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Hibiscus tiliaceus*** L.

গোত্র ঃ Malvaceae : মাঝারি ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং হলুদ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, বাকল, বীজ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) পাতার ক্বাথ মৃদু জোলাপ।
(২) মিউসিলেজ (গদ)-৩-৫ গ্রাম দিনে একবার রক্ত আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) শিকড়ের কাই বাতে ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ x

ভুঁই আমলা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Phyllanthus fraternus*** Webster.

গোত্র ঃ Euphorbiaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং সবুজ।

ব্যবহৃত অংশ ঃ সমগ্র উদ্ভিদ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) কাঁচা গাছের রস ৭-১০ মিলি. আমাশয়ে দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) গাছের কাই টক দৈ-এর সঙ্গে ৮-১০ মিলি. জন্ডিসে ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
(২) নখকুনিতে ও এই গাছের রস লাগাতে দেখা যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ x

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ উপক্ষার সাম্প্রতিককালে জণ্ডিসের অন্যতম উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভৃঙ্গরাজ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Wedelia calendulaceae*** Less.
গোত্র	ঃ	Asteraceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং গাঢ় হলুদ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) কাঁচা পাতার-রস রক্তের শ্বেত কণিকার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। (২) জন্ডিসে এই গাছের রস ৮-১০ মিলি দিনে আবার ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) পাতার রস নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাখলে চুল ঘন ও কালো হয় বলে দাবি করা হয়। (২) কাঁচা পাতার রসে কর্পূর মিশিয়ে মাথায় মাখলে উকুন দূর হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	(১) গবাদি পশুর গায়ের পরজীবি কীটপতঙ্গ নিবারণের জন্য কাঁচা পাতার রসে তামাক পাতার ক্বাথ ব্যবহৃত হয় বলে দাবি করা হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান	ঃ	×

*ভোরা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Rhizophora apiculate*** Blume
গোত্র	ঃ	**Rhizophoraceae** : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) ব্লাডসুগারে বাকলের ক্বাথ ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে। (২) কাটা-ছেঁড়ায় বাকলের কাই ভালো কাজ করে বলে দাবি করা হয়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	শতকরা২৫-৩৬ ভাগ ট্যানিন।

* মটগরাণ

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Cerripos tagla*** Roxb.
গোত্র	ঃ	**Rhizophoraceae** : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	x
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	বাকলে প্রচুর ট্যানিন।

মেহন্দি

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Lawsonia inermis*** L.
গোত্র	ঃ	Lythraceae : ছোটো ধরনের গাছ। ফুলের রং গাঢ় সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা, ফুল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) সুনিদ্রার জন্য ফুলের ক্বাথ ৬-৮ মিলি. ব্যবহৃত হয়। (২) কাঁথের ব্যাথায় পাতার কাই ব্যবহার করা হয়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় চুলের মরা মাস ও খুসকি দূর করতে পাতার ক্বাথ ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) হাত-পা জ্বালায় কাঁচা পাতার রস কার্যকর বলে জানা যায়। (২) পোড়া ঘায়ে পাতার কাই ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়। (৩) চুল রং করার কাই ব্যবহার দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	গ্লুকোমাইড, রঙিন পদার্থ, হেনোট্যানিক অ্যাসিড।

রক্ত চিতা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Plumbago indica*** L.
গোত্র	ঃ	Plumbaginaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং লাল। বুনো উদ্ভিদ পাওয়া যায় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) বাতের ফোলায় শিকড়ের গুঁড়ো তিল তেলে মিশিয়ে ব্যবহৃত হয়। (২) শিকড়ের কাই চর্মরোগে ব্যবহার করা হয়। (৩) শিকড় গর্ভনাশক হিসাবে প্রয়োগ দেখা যায়। (৪) ইউনানী চিকিৎসায় এই গাছের প্রচুর ব্যবহার আছে।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড়ের গুঁড়ো ঘি ও মধুর সঙ্গে খেলে ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী হয় বলে দাবি করা হয়। (২) অম্বল বা অ্যাসিডিটিতে চিতামূলের ব্যবহার দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	
আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান	ঃ	প্লামাবাজিনল সিটস্ট্রোল, গ্লুকোসাইড।

লজ্জাবতী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Mimosa pudica*** L.
গোত্র	ঃ	Mimosiciaceae : ছোটো ধরনের লতা। ফুলের রং গোলাপি। পাতায় হাত লাগলে পাতা নুয়ে পড়ে।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) মহিলাদের রক্তস্রাবে ও অর্শে রক্ত পড়া বন্ধ করতে ১০-১২ মিলি. শিকড়ের ক্বাথ দিনে একবার ব্যবহৃত হয়।
(২) শিকড়ের ক্বাথ মূত্র থলিতে পাথুরীতে ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) অনিদ্রা দূর করার জন্য এই গাছ ব্যবহার হয় বলে দাবি করা হয়।
(২) দাঁতের ও মাড়ির রোগে গাছের ক্বাথ দিয়ে কুলকুচি করতে দেখা যায়।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ উপক্ষার মাইমোসিন।

শ্বেত মূলী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ *Asparagus racemosus* L.

গোত্র ঃ Liliaceae : দীর্ঘজীবি লতা। ফুলের রং সাদা।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) নারায়ণী তেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
(২) যৌন রোগে শিকড় সরসের তেলে ফুটিয়ে ওই তেল ব্যবহার করা হয়।
(৩) ইউনানী চিকিৎসায় শিকড়ের ব্যবহার দেখা যায়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) দুধের সঙ্গে শিকড়ের ক্বাথ ১০-১২ মিলি. দিনে একবার অর্শে ব্যবহৃত হয়।
(২) বাত জ্বরে শিকড়ের কাই গুলঞ্চের রসে ৫-৭ মিলি. দিনে দুবার ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ (১) কোনো বিষক্রিয়ায় শিকড় কলা ফুলের রাইজমের সঙ্গে কাই করে ১৫-গ্রাম ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদানঃ ×

শুকনো ফার্ণ/গুড়ো

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ *Acrostichum aureum* L.

গোত্র ঃ Pteridaceae : ছোটো ধরনের ফার্ণ। পাতা (Frond) দেখতে শুকনো মনে হয়।

ব্যবহৃত অংশ ঃ রাইজম।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ ×

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) রাইজমের কাই ফোঁড়ায় ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ ×

সর্প গন্ধা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	**Rauvolfia serpentina** Benth.
গোত্র	ঃ	Apocynaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা। বুনো উদ্ভিদ প্রায় দেখা যায় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) মস্তিষ্ক বিকৃতি ভালো করার জন্য তিল তেলে শিকড়ে ফুটিয়ে ঐ তেল প্রয়োগ করা হয়। (২) উচ্চরক্তচাপে শিকড়ের ক্বাথ ৩ মিলি. ব্যবহৃত হয়। (৩) ইউনানী চিকিৎসায় সাম্প্রতিক কালে এই গাছের ব্যবহার আছে বলে জানা আছে।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) মহিলা শ্রমিকরা কাজের সময় শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য এই শিকড় ব্যবহার করেন বলে জানা গেছে। (২) শিশুরা ঘুমাচ্ছে না এমন অবস্থায় শিকড়ের রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে শিশুর মুখে দিলে ঘুমিয়ে পড়ে বলে দাবি করা হয়। (সূত্র-হাসান)
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	সম্মোহনকারী উপাদান অ্যাজমোলিন, অ্যাজমালিনিন, উপক্ষার সার্পেনটাইন, সারপেনটিনিন।

* জাত বাইন

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Avicennia officinalis*** L.
গোত্র	ঃ	Avicenniaceae : মাঝারি ধরনের বৃক্ষ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, ফল।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	×
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) গাছ পোড়া ছাই তিন মিলি অম্বর বা অ্যাসিডিটিতে ব্যবহার হতে দেখা যায়। (২) সবুজ ফলের কাই ফোঁড়ায় ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ট্যানিন।

সাদা চিতা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	**Plumbago zeylanica** L.
গোত্র	ঃ	Plumbaginaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুল সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধির জন্য শিকড়ের ক্বাথ ৫-৮ মিলি. দিনে একবার ব্যবহৃত হয়। (২) বাতের ব্যাথায় এই শিকড়, হরতকি ও পিপুল গুঁড়ো ৩-৫ গ্রাম দিনে ব্যবহারের কথা বলা আছে।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) চর্মরোগে শিকড়ের কাই প্রলেপ দিতে দেখা যায়। তবে ফোঁসকা দেখা দিলে এইটি খেতে দিতে বলা হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	প্লামবাজিন। এটি পেশির সংকোচনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

সিঙ্গড়া

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Cynometra ramiflora*** L.
গোত্র	ঃ	Caesalpinaceae : মাঝারি ধরনের উদ্ভিদ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড়ের ক্বাথ জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (২) বীজের তেল কুষ্ঠে ব্যবহার করতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	বীজের তেল।

*সুন্দরী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Heritiera fomes*** Buch.–Ham.
গোত্র	ঃ	Sterculiaceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ/ শ্বাস মূল হয় না।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	বাকল, পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) আন্ত্রিক রোগে বাকলের ক্বাথ ৮-১০ মিলি. দিনে দুবার ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে। (২) পাইলসে বাকলের ক্বাথ ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	×
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ট্যানিন।

সুষণী

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Marsilea minuta*** L.
গোত্র	ঃ	Marsileaceae : ছোটো চার পত্রকের (Leaflet) উদ্ভিদ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) এলার্জি জনিত ফোলা ও চুলকানিতে কাঁচা পাতার রস ব্যবহৃত হয়।
(২) সুনিদ্রার জন্য পাতার ক্বাথ ১০-১৫ মিলি. রাত্রে ব্যবহার করা হয়।
(৩) মৃগী রোগ নিবারণের জন্য পাতার ক্বাথ দিনে তিনবার ব্যবহৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) উদরী রোগে পাতার ক্বাথ ব্যবহার হতে দেখা যায়।
(২) খাদ্যে কোনো বিষক্রিয়া হলে এই পাতার রস খেতে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ মারসিলিন।

* সোনা চাঁপা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Bruguiera cylindric*** Blume.

গোত্র ঃ Rhizophoraceae.

ব্যবহৃত অংশ ঃ বাকল

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ x

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) পিণ (বাগদা চিংড়ি মাছের লার্ভা) ধরার কারণে মহিলাদের গুপ্ত অঙ্গে হাজা জাতীয় এক ধরনের চর্মরোগে বাকলের ক্বাথ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ শতকরা ১৪-১৯ ভাগ ট্যানিন।

* হরগোজা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ঃ ***Acanthus ilicifolius*** L.

গোত্র ঃ Acanthaceae : কাঁটাওয়ালা ছোটো উদ্ভিদের ফুলের রং বেগুনি।

ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড়, পাতা।

আয়ুর্বেদিক ব্যবহার ঃ (১) বাত ও গ্লান্ড ফোলায় ঝলসানো পাতা ব্যবহৃত হয়।
(২) গাছের কাণ্ডের গুঁড়ো হাঁপানিতে ব্যবহৃত হয়।
(৩) শিকড়ের ক্বাথ পঙ্গুত্ব নিবারণে ব্যবহার করা হয়।

লৌকিক ব্যবহার ঃ (১) শ্বেত প্রদরে শিকড়ের ক্বাথ ১০ মিলি. দিনে একবার হতে দেখা যায়।
(২) ক্যানসারে পাতার রস ব্যবহার হয় বলে জানা গেছে।

পশু চিকিৎসা ঃ ×

আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান ঃ রেজিন, উপক্ষার।

হাতিশুঁড়

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Heliotropium indicum*** L.
গোত্র	ঃ	Boraginaceae : ছোটো ধরনের উদ্ভিদ। ফুলের রং সাদা।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) পাতার রস মাড়ি ফোলা ও ব্রণে ব্যবহৃত হয়। (২) সন্নিপাত জ্বরে পাতার রস ১০ মিলি দিনে দুবার ব্যবহার করা হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) চোখের অসুখে পাতার রস সামান্য লবণসহ ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	উপক্ষার।

হাড়জোড়া লতা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Cissus quadragularis*** L.
গোত্র	ঃ	Vitaceae : কাণ্ড চারকোনা। পাতা নেই বললেই হয়।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	কাণ্ড।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) হাড় ভাঙায় গাছের কাই ব্যবহৃত হয় বলে জানা গেছে।
পশু চিকিৎসা	ঃ	হাড় ভাঙায় গাছের কাই এবং আদার কাই একত্রে ব্যবহৃত হয়।
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	ক্যালসিয়াম-অবমরালেটল, ক্যারটিন, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

হিজল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Barringtonia acutangula*** Gaertn.
গোত্র	ঃ	Lecythidaceae : বড়ো ধরনের বৃক্ষ। ফুলের রং গোলাপি। ফল হরতকির মতো।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	শিকড়, পাতা, বাকল, বীজ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) শিকড় কুইনাইনের মতো তিতো। ম্যালেরিয়া ও সাধারণ জ্বরে ব্যবহৃত হয়। (২) শিশুদের সর্দি বসে গেলে বীজের গুঁড়ো ৩-৫ গ্রাম ব্যবহৃত হয়।
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) বীজের গুঁড়ো নস্যি হিসাবে মাথা ধরায় ব্যবহার হতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	গ্লুকোসাইড, স্যাপনিন, বেরিংটনিন, শতকরা ১৬ ভাগ ট্যানিন।

*হেতাল

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	***Phoenix paludosa*** Roxb.
গোত্র	ঃ	Arecaceae: ছোটো খেজুর গাছের মতো গাছ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	কচি পাতা।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	x
লৌকিক ব্যবহার	ঃ	(১) কচি পাতা কৃমি দূর করার জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকারী উপাদান	ঃ	×

ক্ষিরিকা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	ঃ	**Euphorbia hirta** L.
গোত্র	ঃ	Euphorbiaceae : ছোটো পাতা, কষওয়ালা উদ্ভিদ। ফুলের রং সবুজ।
ব্যবহৃত অংশ	ঃ	সমগ্র উদ্ভিদ।
আয়ুর্বেদিক ব্যবহার	ঃ	(১) নখকুনিতে গাছের কষ ব্যবহৃত হয়। (২) চর্মরোগ, খোস, পাঁচড়ায় জলে মিশিয়ে ব্যবহার করতে দেখা যায়।
লৌকিক ব্যবহাব	ঃ	x
পশু চিকিৎসা	ঃ	x
আবিষ্কৃত কার্যকরি উপাদান	ঃ	উপক্ষার।

বিশ্বের বিস্ময় সুন্দরবন

ড. অতনু কুমার রাহা

১৯৭০ সালে UNESCO বা বিশ্বসংস্থা (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) জীবপরিমণ্ডল বা Biosphere Reserve (BR) ধারণার প্রথম প্রবর্তক। উদ্দেশ্য কোন সংরক্ষিত অঞ্চলের সঙ্গে মানুষের চিরায়ত সংঘাত সমস্যা সরলীকরণ করা। কোন বিশেষ স্থলভাগ বা উপকূলভাগ বা সমুদ্র পরিবেশ কিংবা এসবের সম্মিলিত কোন এক বিরাট প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতীক ভূঅঞ্চলকে জীবপরিমণ্ডল বা Biosphere Reserve এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত জীবপরিমণ্ডলগুলো UNESCO'র বৃহত্তম পরিকাঠামোর মধ্যেই মানব ও জীবপরিমণ্ডল (Man and Biosphere) কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকাঠামোর শর্ত অনুযায়ী জীব পরিমণ্ডলগুলি সাধারণত কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগলিক অঞ্চলের প্রতীক হবে এবং তাদের প্রত্যেকের একটি করে আইনানুগ সুরক্ষিত ও ন্যূনতম বিশৃঙ্খলা প্রবন অতি একান্ত অঞ্চল (Core zone) থাকবে।

ভূঅঞ্চলগুলি আদি অকৃত্রিম ও জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের আকর হবে। এদের অভিনব বাস্তুরীতি (Ecosystem) ও প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য (land scape) যাতে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ণে সহায়ক হয় এবং এমন এক পরিমাপের সহায়ক হবে যাতে তিনটি উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে যেমন সংরক্ষণ (Conservation), উন্নয়ন (Development), এবং জীবপরিমণ্ডলের (logistic support)।

সংরক্ষিত অঞ্চলের সঙ্গে জীবপরিমণ্ডলেব BR এর পার্থক্য কি?

সাধারণভাবে সংরক্ষিত অঞ্চল ও জীবপরিমণ্ডলেব BR ভাবধারার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বস্তুতপক্ষে উভয়েই একে অপরের পরিপূরক।

সুন্দরবন পরিচিতি :

ভারতবর্ষের সুন্দরবন ২১°৩২' এবং ২২°৪০' উঃ অক্ষাংশ ও ৮৮°০০' এবং ৮৯°০০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ রেখার মধ্যে অবস্থিত। এই সুন্দরবন পশ্চিমে হুগলী নদী দিয়ে, পূর্বে ইছামতী-কালিন্দী-রায়মঙ্গল নদী, উত্তরে Dampire-Hodges রেখা ও দক্ষিণে বঙ্গোপোসাগর দিয়ে সীমায়িত। প্রশাসনিক সুবিধার্থে উত্তরে Dampire-Hodges রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পুলিশ থানাগুলোর বিন্যাস করা হয়েছে।

আয়তন ও ব্যপ্তি

ভারতীয় সুন্দরবনের মোট অয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে সংরক্ষিথ বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ৪২৬০ বর্গ কিমি.। বর্তমানে সুন্দরবনের ১০৮টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে প্রায় ৩২ লক্ষ লোকের বসতি(১৯৯১ আদমসুমারি অনুযায়ী) এবং এই দ্বীপগুলির মোট মৌজা সংখ্যা

হল ১০৯৩। সমগ্র অঞ্চলটি দুটি প্রশাসনিক জেলায় বিভক্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১৩টি ব্লক নিয়ে এবং উত্তর ২৪ পরগনা ৬টি ব্লক নিয়ে। ব্লকগুলির তালিকা ও নাম নীচে দেওয়া হল:

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা

ব্লক : ১. হিঙ্গলগঞ্জ
২. হাসনাবাদ
৩. হারোয়া
৪. সন্দেশখালি—১
৫. সন্দেশখালি—২
৬. মীনাখা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা

ব্লক : ১. সাগর
২. নামখানা
৩. কাকদ্বীপ
৪. পাথরপ্রতিমা
৫. কুলতলী
৬. মথুরাপুর—১
৭. মথুরাপুর—২
৮. জয়নগর—১
৯. জয়নগর—২
১০. ক্যানিং—১
১১. ক্যানিং—২
১২. বাসন্তি
১৩. গোসাবা

১৮৮৩ সাল থেকে জঙ্গল মুক্ত করে এই দ্বীপগুলোর আবাদের জন্যে প্রাথমিক পুনরুদ্ধারের (Premature reclamation) কাজ শুরু হয় এবং তাদের জোয়ার জল থেকে রক্ষা করার জন্যে ৩৫০০ কিমি. দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। বেশিরভাগ বাঁধ দিয়ে ঘেরা আবাদই নদীগর্ভের নীচে অবস্থিত। এসব অঞ্চলে পানীয় জলের স্তর মাটির প্রায় ৩৫০ মিটার গভীরে পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের উৎস-ইতিহাস

দুটি মহৎ নদী ও নদ যথাক্রমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, ভারত আর বাংলাদেশের দক্ষিণে যুগ্মভাবে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে যুগ যুগ ধরে হিমালয় থেকে প্রভূত পরিমাণে পলি (alluvium) বহন করে এনে ২৬০০ বর্গ কিমি. যে সুবিশাল বদ্বীপ অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে তারই নাম দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন। এই অঞ্চলে পৃথিবীর অন্যতম বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ বনানী আছে যা বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিরল বণ্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য। এখানে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ রয়াল বেঙ্গল বাঘের বসতি। (এই বই-এ ড: মঞ্জু ব্যানার্জীর লেখা প্রত্নতাত্ত্বিক নিবন্ধে সুন্দরবনের উৎস-ইতিহাস বিশেষ প্রণিধানযোগ্য)।

মানুষের আবির্ভাব ও বসতির অনেক আগে সুন্দরবনে ছিল মূলত ম্যানগ্রোভ বনানীর আধিপত্য। পরে মানুষের অগ্রাসনের ফলে বসতি ও আবাদের প্রয়োজনে শুরু হয় বাদাবনের ক্রমপুনরুদ্ধার (Reclamation) অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। পুনরুদ্ধারের কিছু ক্রমিক বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১৬৫৪—ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহসুজার আমলে রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল ম্যানগ্রোভ বনানী। নবাব ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভূক্তির মধ্যবর্তীকালে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

১৭৩৭—২৪ পরগণার (তৎকালীন) অন্তর্গত অঞ্চল একটি চুক্তির মাধ্যমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা লর্ড ক্লাইভকে জাইগির হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৭৭০—২৪ পরগণার কালেক্টর জেনারেল শ্রী ক্লড রাসেল বাদাবন পুনরুদ্ধারের সূচনা করেন।

১৮৬৩-৬৬—ড: ব্যান্ডিসের বনাঞ্চল পরিদর্শনের পর তৎকালীন ২৪-পরগনা জেলার ২৪ টি ব্লকের তালিকা তৈরি করা হয় জঙ্গল-উৎস থেকে টোল আদায়ের জন্যে। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী এই লিজের একচেটিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ভূ-সংস্থান ও মৃত্তিকা (Topography and soil) :

ভূতাত্ত্বিক মতে, সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্রমঅগ্রসরমান (Prograding) ব-দ্বীপ অঞ্চল। এই অঞ্চল প্রধানত গঙ্গা, মাতলা ও বিদ্যাধরী নদী দ্বারা বাহিত quarternary যুগের পলিস্তূপ। বর্তমানের যে পলিজস্তূপ তার বয়স প্রায় ৬০০০ বছর। নিকট অতীতে বঙ্গীয় অববাহিকায় (Bengal basin) নিওটেক্টৌনিক নড়াচড়ার (Neotectonic movements) কিছু প্রভাব পড়েছে। দ্বাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ-অববাহিকা পূর্ব দিকে কিছুটা টাল খায় তারফলে গঙ্গা আরও পূর্বদিকে সরে যায় ও পদ্মা তখন খুব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ঐ সময় মাতলা ও বিদ্যাধরী গঙ্গা ও পদ্মার মাঝে অসংখ্য খাঁড়ি জালিকা সৃষ্টি করে। ষোড়শ শতকে গঙ্গার মূল স্রোতধারা পদ্মায় প্রবাহিত হওয়ায় মাতলা ও বিদ্যাধরী গঙ্গার মিষ্টিজল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং বর্তমানে এ দুটি নদী এখন বঙ্গোপসাগরের জোয়ার প্রভাবিত নোনাজলের ওপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ভারতীয় সুন্দরবনে পশ্চিম থেকে পূর্বে মূল নদী মোহনাগুলো হল ভাগিরথী-হুগলী, মুবিগঙ্গা বা বড়তলা, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, বিদ্যা, মাতলা, গোসাবা ও রায়মঙ্গল। ভারতীয় সুন্দরবন নদী মোহনায় জোয়ার জলের গড় উচ্চতা ৩.৫ থেকে ৫.০ মিটার।

আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত :

সুন্দরবন অঞ্চল যদিও কর্কটক্রান্তি বলয়ের দক্ষিণে অবস্থিত, সমুদ্রের সান্নিধ্যে থাকার দরুণ এখানকার তাপমাত্রা সুষম (equable) । সারা বৎসরে গড় তাপমাত্রা ৩৫° সে. মধ্যেই থাকে। গ্রীষ্মকাল মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। আর শীতকাল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীতে প্রসারিত। বনাঞ্চল সান্নিধ্যে আবহাওয়া সুষম কিন্তু উত্তরাঞ্চলে আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ হয় বন নির্মূল করে রিক্ল্যামেশনের জন্য। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই বর্ষারম্ভ, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খারাপ বা প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্ভাবনা। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মাঝামাঝি সুষম বা ভাল আবহাওয়া আশা করা যায়। সাম্বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯২০ মিলিমিটার। গড় আর্দ্রতা ৮২% এবং সারাবছর প্রায় একই রকম থাকে।

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Sundarban Reserve Forest)

ভারতীয় সুন্দরবনে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪২৬০ বর্গ কিমি.। এই অঞ্চলটি মুখ্য বনাধিকারিক (Chief Conservator of forest) এবং সুন্দরবন জীবপরিমণ্ডলের ডাইরেক্টরের এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশাসনিকভাবে এই অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ (আয়তন =২৬০০ বর্গ কিমি.) এবং (২) দক্ষিণ ২৪ পরগণা বন বিভাগ (আয়তন=৬৬০ বর্গকিমি)। সমগ্র নথিভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে শতকরা ৫৫% ভাগ বনাঞ্চল আর বাকী ৪৫% ভাগ জলাভূমি বা জলাশয় বা তটভূমি (Intertidal zone) । সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের দায়িত্বে আছেন ফিল্ড ডিরেক্টর ও বনাধিকারিক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনাঞ্চলের দায়িত্বে একজন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (DFO)। সংরক্ষিত বনাঞ্চলেক প্রায় ৪০% ভাগ ধারাবাহিক প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষিত অঞ্চলে (Protected Area=PA) আনা হয়েছে, যেমন—

১. সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক (National park) = ১৩৩০ বর্গ কিমি.
২. সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Wild-life sanctuary) = ৩৬২ বর্গ কিমি.
৩. লোথিয়ান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Lothian Wild-life sanctuary) = ৩৮ বর্গ কিমি.

৪. হ্যালিডে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Haliday Wild-life sanctuary) = ৬ বর্গ কিমি.

১৯২৪-২৯ সালের মধ্যে শ্রী কার্টিস নামে তৎকালীন একজন প্রখ্যাত ইংরেজ বনপাল সুন্দরবনের পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে সমীক্ষা ও ভূ-মানচিত্র তৈরী করেছিলেন। তার অনেকে পরে ১৯৯৯-২০০০ সালে GIS ও Remote Sensing এর মত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ঐ সমীক্ষা ও মানচিত্রের অনেক সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন ব্লকের বর্তমান অবস্থান ও চৌহদ্দি নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত তথ্য (Satellite data) ও ১৯২৯ ভূ-মানচিত্রের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে সংরক্ষিত বণাঞ্চলের প্রায় ২২০ বর্গ কিমি. আয়তনের মতো জায়গা হারিয়ে গেছে গত ৭০ বছর সময়ের মধ্যে, সম্ভবত ভূমি অবক্ষয়ের জন্যে।

সুন্দরবনের মুখ্য বৈচিত্র্যগুলো নীচে বর্ণিত হল:

(১) পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনানী যেখানে সবথেকে বেশী উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

(২) পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনানী যেখানে বাঘের বসতি রয়েছে।

(৩) বিশ্ব গৌরব তালিকায় সুন্দরবনকে অন্যতম জীব পরিমণ্ডল অঞ্চল (Biosphere Reserve) ও World Heritage Site এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

(৪) ভারতবর্ষে সুন্দরবন একাই দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঘের বসতি বা আশ্রয়স্থল।

(৫) সুন্দরবনই নদী টেরাপিন (River Terrapin) নামে কচ্ছপের একমাত্র আবাসস্থল। একসময়ে মনে করা হয়েছিল এই অতিবিরল কচ্ছপটি হয়তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

(৬) সুন্দরবন বহু বিরল ও বিপন্ন স্থানিক (endemic) উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির 'বাসগৃহ'।

(৭) ভারতের অন্য উপকূলীয় রাজ্যের তুলনায় এখানকার জোয়ার জলের গড় উচ্চতা (Tidal amplitude) অনেক বেশি।

(৮) সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনানীর জলাভূমি মাছেদের বিরাট আতুরঘর (Nursery) এবং বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় মাছের সমৃদ্ধির সহায়ক।

(৯) সুন্দরবন বনানী নিকটবর্তী বড় বড় শহর নিষ্কাশিত বর্জ্য ও দূষিত পদার্থের 'বিশোষণ গাত্রের' (Absorptive sink) দায়িত্ব পালন করে।

(১০) সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনানী ভয়াবহ ঘূর্ণীবার্তার আঘাত থেকে অন্তর্দেশীয় জনপদকে এমনকি কলকাতাকেও রক্ষা করে।

(১১) বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বনানী।

সুন্দরবন ম্যানগ্রোভের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য :

উদ্ভিদ শ্রেণী বিন্যাসবিদ চ্যাম্পিয়ন ও সেঠ (Champion & Seth) এর মতানুসারে সমগ্র সুন্দরবনকে চারটি বিশেষ পর্য্যায়ের তটীয় বন (Tidal swamp) হিসেবে ভাগ করেছেন : (১) ম্যানগ্রোভ Type 4B/TS1, (২) ম্যানগ্রোভ Type 4B/TS2, নোনাজলের মিশ্র বন Type 4B/TS3, এবং আধো-নোনা বনানী Type 4B/TS4 এবং Plam type 4B/E1।

উত্তর পশ্চিমভাগে নতুন পলিজ ভূমিতে বেশীর ভাগই বানী জাতীয় ম্যানগ্রোভ যেমন কালো বাণী , সাদা বাণী ও পেয়ারা বাণী (*Avicennia marina, A. alba & A. officinalis*)। এদের সামনের ঢালু চরভূমিতে থাকে ধানি ঘাস (*Porterasia coarctata*), ক্রমশ বাণী গাছের পরেই থাকে গেঁওয়া (*Excoecaria agallocha*) এবং তারপরেই থাকে গরান (*Cereops spp.*)। দক্ষিণ পূর্ব দিকের বাদাবনে থাকে গর্জনের আধিক্য (*Rhizophora Spp.*) তারপরেই

কাঁকড়া (*Bruguiera spp.*) ও কিছু সুন্দরীর সারি (*Heritiera fomes*) দেখতে পাওয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত উঁচু ও শক্ত ভূমিতে হেঁতাল জঙ্গল (*Phoenix sp*) দেখতে পাওয়া যায়। ধুধুল (*Xylocarpus granatum*), পাশুর (*X. mekongensis*) এবং গোলপাতা (*Nypa fruticans*) খুব কম সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য—মৌলিক ম্যানগ্রোভ প্রজাতি = ২৬
ম্যানগ্রোভ অনুসঙ্গী = ২৯
পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ প্রজাতি = ২৯

ম্যানগ্রোভের মোট বংশ সংখ্যা= ৪০, গোত্র সংখ্যা=৬০ এবং প্রজাতি সংখ্যা=৮৪।

ম্যানগ্রোভ জলাভূমির প্রাণী :

গত দুই শতাব্দী ধরে প্রাণী বৈচিত্র্যের পরিবর্তন-ইতিহাস :

১৮৭৮ সালে লিখিত হান্টারের (Hunter) বর্ণনা অনুযায়ী সে সময়ে সুন্দরবনে বন্য প্রাণীদের মধ্যে বাঘ, লিওপার্ড, গণ্ডার, বুনোমোষ, বুনোশুয়োর, বনবেড়াল, বরসিংহা, চিতল হরিণ, Hog মৃগ, Barking মৃগ, Swamp হরিণ, এবং রেসার্স বানরদের বেশী আধিপত্য ছিল। কিন্তু গত ১০০ বছরে বাস্তু-বৈচিত্র্যের আমূল পরিবর্তনের ফলে ও খানিকটা জলবায়ুরও, যেমন জলরে লবনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি, পরিবর্তনের দরুণ সুন্দরবনের প্রাণী বৈচিত্র্যেও আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। গত দুশতাব্দীতে সুন্দরবন থেকে জাভা গণ্ডার, বুনো মোষ, সোয়াম্প হরিণ ও বার্কিং মৃগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সুন্দরবনের বর্তমান সম্পদ :

মোট প্রাণী প্রজাতি = ১৫৪৬
মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি = ৪৮১
হেমিকর্ডেট প্রাণী প্রজাতি = ১
অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি = ১১০৪
আদ্যপ্রাণী (এককোষি) প্রাণী প্রজাতি = ১০৬
বন্য প্রাণী সংরক্ষণ Act এর সিডিউল I এবং II এর অন্তর্গত
স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রজাতি=১৮
পাখি=৮
সরীসৃপ=১৭